অস্কার এবং প্রাসংগিক কিছু কথা

জামিল হাসান সুজন

আমরা সবাই জানি যে, অস্কার মনোয়ন বা পুরস্কার চলচ্চিত্রের শ্রেষ্টত্বের মানদন্ড। এই পুরস্কার যে ছবিগুলো বা যারা পায় ধরে নিতে হবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু অতি সম্প্রতি এই পুরস্কার অনেকের মনে সন্দেহ ও হতাশা সৃষ্টি করেছে। আর সব কিছুর মত এটাও কি নোংরা রাজনীতির কাল মেঘে ঢাকা পড়তে যাচ্ছে?

''অবতার'' এই সময়ের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও কারগরী মান সমৃদ্ধ ছবি। শুধু এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে ছবিটিকে খাটো করা হবে নিঃসন্দেহে। সুবিশাল ক্যানভাসে নির্মিত যুদ্ধ বিরোধী ও মানবতাবাদী ছবি ''অবতার''। এ ছবিতে ফুটে উঠেছে মানব জাতির হিংসা ও ক্ষমতা লিপ্সা আর এর বিরুদ্ধে বিজয় দেখানো হয়েছে প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে গড়ে উঠা শান্তিকামী মানুষের মত এক প্রাণী ও পশু পাখির। দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, এই ছবিটি এবার অস্কার পুরস্কার পায়নি।

অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে এবার যে ছবিটি অস্কারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে তার মূল উপজীব্য হচ্ছে আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী যুদ্ধে রত কিছু মার্কিন সৈনিকের দুঃখ দুর্দশার চিত্র। বোঝাই যায় অস্কারের পৃষ্ঠপোষকতা কোন্ শ্রেণীর আমলারা কুক্ষিগত করেছে।

গত বছর ''স্লামডগ মিলিওনিয়ার'' ছবিটি অস্কারে আটটি পুরস্কারে ভূষিত হয়। বড়ই বিচিত্র বিষয়। ছবিটি ভারতে চিত্রায়িত হলেও এর পরিচালক একজন বৃটিশ। এ ছবিতে দেখানো হয়েছে ভারতের বস্তি এলাকায় বসবাসরত মানুষের হীন জীবন। যা দেখে খুশি হয়ে অস্কার কর্তৃপক্ষ এই বৃটিশ বাবুকে একাধিক পুরস্কারে ভূষিত করে।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের ''মাটির ময়না'' ছবিটি অস্কার মনোয়ন লাভ করে। আমরা এতে খুশি হয়েছিলাম। ভারতের আমির খানের ''লগন'' ছবিটিও সে বছরে অস্কার মনোনয়ন পায়, যদিও কোন পুরস্কার লাভ করেনি। তৎকালীন বৃটিশ রাজশক্তির সাথে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের মানুষের খাজনা পরিশোধ দেওয়া নিয়ে নির্মিত অসাধারণ একটি ছবি ''লগন''। বর্তমানে অস্কার কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে ঘরানা ও যে আদর্শ পরিলক্ষিত হচ্ছে এতে করে ''লগন'' ছবিটির মনোনয়ন পাওয়াটাই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

এ বছরে বাংলাদেশ থেকে ''থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার'' ছবিটি অস্কারে পাঠানো হচ্ছে। এ ছবির পরিচালক সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। যিনি নাকি নিজেকে এ যুগের ''সত্যজিৎ''বলে দাবী করেন। সাবাশ!

মনন, মেধা, শিল্প, রুচি এই বিষয়গুলো বোধ হয় সারা পৃথিবীর সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে বিদায় নিচ্ছে। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, নিত্য নতুন প্রযুক্তি কি মানুষের চিন্তাশক্তির গভীরতাকে গ্রাস করছে?

বাংলা চলচ্চিত্র যাদের হাত ধরে দেশে বিদেশে সম্মানিত হয়েছে যেমন মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়, ঋতিক ঘটক, গৌতম ঘোষ- এঁদের ছবিগুলো কি কখনও অস্কারে

পাঠানো হয়েছিল - এই তথ্যটি আমার জানা নেই।

''গীতাঞ্জলী'' ইংরেজী ভাষায় তর্জমা না করলে রবীন্দ্রনাথ কি নোবেল পুরস্কার পেতেন?

দেখা যাচ্ছে বিশ্ব দরবারে নিজেকে উপস্থাপন করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজী।

রুশ সাহিত্য যে কত উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল তা আমরা সবাই জানি। পৃথিবীর সেরা গদ্যকারদের জন্ম এ দেশে। ফিওদর দস্তভয়স্কি, আন্তন চেখভ, ম্যাক্সিম গোর্কী, লিও তলস্তয় - এঁরা সবাই একাধিক নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাদের সাহিত্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল থাকবে।

হলিউডের ছবিগুলি বিশ্ব সেরা - নির্মাণ কৌশল ও কারিগরী মুনসিয়ানায়। এর কয়টি ছবিতে মানবিক বিষয়গুলো উপস্থাপিত?

অস্ট্রেলিয়ার এস বি এস চ্যানেলের বদৌলতে বেশ কিছু ইউরোপীয় ও এশীয় ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে- যেগুলোর ডিভিডি কোথাও পাওয়া যায়না। অবাক হয়েছি এই ভেবে যে এই সব ছবির থিম এত উন্নত ও ভিন্ন মাত্রার যা আমাদের ধারণার বাইরে এবং এই সব ছবিতে উপস্থাপিত গভীর জীবন বোধ, মানবিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ - যা ক্লাসিক পর্যায়ের। হয়তো হলিউডের ছবির মত ক্যামেরার কাজ তত উন্নত নয় কিন্তু বিষয় বৈচিত্রে সেই সব ছবি অতুলনীয় ও অসাধারণ। এর সব ছবি অস্কার পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে কিনা জানা নেই তবে না হলেও ক্ষতি নেই, যা সুন্দর, শ্রেষ্ঠ তা মিডিয়ার প্রচারে বিজ্ঞাপিত না হলেও তার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়না।

জামিল হাসান সুজন একজন সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশী, লিখনী তারিখ: ২২/১০/২০১০

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন